নৈঃশব্দের নভোযান

আরাফার পবিত্র দিনে প্রভু তোমাকে

কবিতাপ্রেমী হে ফিনিক্স,
হে নৈঃশব্দের নিশাচর
দিনমান ক্লান্তি কি এখনও পারেনি তোমাকে
ফেরাতে শয্যায়?

সমাগত আলোক উদ্ভাস চুমে যায় রজনীর অমিয় প্রহর
জীবন-সত্য, সত্যবীক্ষা, জ্ঞান, প্রেম ও ধ্যান
শত তরঙ্গের নিরন্তর ধ্বনি-প্রতিধ্বনি
শুনতে কি তা রয়েছো পেতে কান?

মহাশূন্যে পূণ্য-প্লাবনে রহমের ফেরেশতাকুল
তুলছে জিকিরের গুঞ্জন
এলিয়ে পড়েছে তোমার লেখনি
কাঁপছে শিথিল তবু আঙ্গুলের ডগা
আকাশ পানে চাতক-তৃষ্ণায়
তোমার পাঠের প্রতিটি অক্ষর
নির্নিমেষ চেয়ে রয় জীবন্ত, যেন তসবির দানা

হে আকুল অন্বেষক,
তোমার চোখ-মুখ-কপোলের শুভ্রতা ছুঁয়ে
দাড়ি বেয়ে বেয়ে গড়িয়ে নামছে মহাকালের গ্লানি,
এবার নিষিক্ত মাটিতে আলতো ছোঁয়াও দর্পিত ললাট,
হু হু হু নিঃশ্বাস বায়ু জলতরঙ্গ স্রোতে
ভাসাও এবার পাপিষ্ঠ ভেলা মায়াবী লোকান্তরে

উজানগামী স্তব্ধতার ভিতর বাজে অনাদি মর্মর,
তৃষিত কোলাহল শোনো প্রধৌত আত্মার!
অনন্ত শব্দের তালাশে বেলা অবেলায়-
উর্ধ্বাকাশ পানে উন্মুখ বিনম্র যাত্রার করুণ আকুতি
বাকহীন কায়াহীন অলৌকিক মিহিন স্পর্শে

প্রকম্পমান দেহ ক্রম-নিশ্চল,
মহামহিম পরমাত্মার নিবিষ্ট আসন-প্রান্তে
তাঁর পবিত্র পায়ের পর স্থিত হোক
তোমার প্রভৃত্য অপুণ্য অন্ধ আত্মা, অসূয়া অন্তর
সুনিবিড় আবিলতায় একান্ত নিবেদনে

তারপর ধীরে, অতি ধীরে জাগবে
নিস্তরঙ্গ প্রাঞ্জল প্রবাহের স্তব্ধ কোষে কোষে
অলৌকিক সুবেহ সাদিক,
স্মিতহাস্য কাব্যপরীর লজ্জাবনত শবনম আঙ্গিনায়
মেলবে আঁখি শ্বেত সুগন্ধি সফেদ বকুল-

এবার অনন্তের উড়াল!

হে প্রস্ফুটিত প্রেমান্ধ শব্দভাণ্ডার,
চির আরাধ্য আরশের পানে অন্তহীন আলোকের পথরেখায়
নিয়োজিত সহস্র ফেরেশতার অস্ফুট আনন্দ-ফোয়ারায়
হে সদ্যস্নাত শুভ্র নূর,
স্নিগ্ধ-অশ্রুনন্দিত ছিটেফোঁটা
আমার এ তুচ্ছ পঙ্ক্তিমালা
ঘাত-প্রতিঘাতে সয়ে যাওয়া
জীবনপোড়া স্বপ্নাবিষ্ট ক্ষীণ সঞ্চয়
গীত-ছন্দ-সুর...

ও আমার শুদ্ধ-অশুদ্ধ তুচ্ছ কবিতা-কণক
উড়ে চলো, উড়ে চলো ক্রমাগত
উড়ে যাও উর্ধ্বে আরও
পেরিয়ে আকাশ
আকাশের ওপারের আকাশ
তারপর অনাবিল প্রশান্তি ও পবিত্রতায় ধেয়ে যাও
বেয়ে যাও অনন্তের মহাসোপান...

আমি এসেছি প্রভু,
রিক্ত হাত, জীর্ণ দেহ, শীর্ণ মন

নিঃস্ব নাখান্দা বান্দা তোমার-
গ্রহণ করো অপাঙক্তেয় নগণ্য এ অধমের
প্রণতি পরম...
আর একান্তে তার নাম লিখে রেখো
প্রিয়তম বিতানে তোমার

-চৌধুরী গোলাম মাওলা
(আরাধ্য চুম্বন)